চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:১৭.০৫.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কোরবানির পশুর চামড়া নিয়ে কোন অরাজকতা চলবেনা: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

কোরবানির পশুর চামড়ার অব্যবস্থাপনার কারণে যাতে নগরীর পরিবেশ নষ্ট না হয় এবং কোরবানিদাতারা ভোগান্তির শিকার না হন, সেজন্য সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। মেয়র বলেন, কোরবানির পশুর চামড়া নিয়ে কোন ধরনের অরাজকতা চলবেনা। কোরবানির সময় চামড়া ব্যবস্থাপনায় সামান্য অব্যবস্থাপনাও নগরবাসীর জন্য বড় ধরনের দুর্ভোগ সৃষ্টি করতে পারে। তাই ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে নগরকে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে চসিক, জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট সব সংস্থাকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।রোববার চসিক নগরভবনে কোরবানির পশুর চামড়া সংরক্ষণ ও পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিয়ে বৃহত্তর চট্টগ্রাম কাচা চামড়া আতড়দার ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে আয়োজিত এক সমন্বয় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।তিনি বলেন, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নগরের বাইরের চামড়া এনে কৃত্রিমভাবে দাম কমানোর চেষ্টা করে। আবার কিছু খণ্ডকালীন বা মৌসুমি ব্যবসায়ী একদিনের জন্য ব্যবসায় নেমে কাঙ্ক্ষিত দাম না পেলে চামড়া রাস্তায় ফেলে চলে যায়। এতে পরিবেশ দূষিত হয়, দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় এবং নগরবাসীকে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়। অনেক সময় রাস্তায় পড়ে থাকা চামড়ার কারণে দুর্ঘটনাও ঘটে।ডা. শাহাদাত বলেন, আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যেকোনোভাবে শহরটাকে ক্লিন রাখা। কোরবানির পশু জবাইয়ের পর দ্রুত বর্জ্য অপসারণ ও চামড়া সংরক্ষণ না করা গেলে পরিবেশ দূষণের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি থাকে। তাই সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকেও এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।মেয়র বলেন, গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আগাম প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। তিনি আড়তদার ও ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে বলেন, খণ্ডকালীন ব্যবসায়ীরা যাতে চামড়া রাস্তায় ফেলে না দেয়, সেজন্য আপনারা সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত দামে চামড়া কিনে নেওয়ার উদ্যোগ নিন। এতে পরিবেশও রক্ষা পাবে, নগরও পরিচ্ছন্ন থাকবে। আমরা চাই ঈদুল আজহার সময় নগরে কোনো ধরনের অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হোক। চামড়া ব্যবস্থাপনায় সবাই দায়িত্বশীল হলে কোরবানিদাতারাও ন্যায্য মূল্য পাবেন, পরিবেশও সুরক্ষিত থাকবে।সভায় চামড়া ব্যবসায়ীরা লবণের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা, ট্রেনারি মালিকের কাছে চট্টগ্রামের আড়তদারদের পাওনা কোটি কোটি টাকা পরিশোধ করার এবং কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যাতে সক্ষমতার বাহিরে চামড়া সংগ্রহ না করে সে ব্যাপারে সহযোগিতা চান। সভায় কুরবানি পশুর চামড়া সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত লবণ মজুদ করে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে আড়তদার সমিতিকে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়। লবণের মূল্য সহনীয় রাখা ও উপজেলা পর্যায়ে কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত লবণ সরবরাহ নিশ্চিতে বিসিককে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়। পশুর হাটসমূহে ভেটেরিনারি ডাক্তারের উপস্থিতি নিশ্চিত করা ও পশুর চামড়া ছিলানো এবং সংরক্ষণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে প্রচারকার্য চালানোর জন্য প্রাণিসম্পদ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। সভায় আড়তদার ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে সক্ষমতার অধিক চামড়া সংগ্রহ না করার জন্য যোগাযোগক্রমে পরামর্শ প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। সন্নিহিত জেলা ও উপজেলা থেকে ঈদের দিন ও পরবর্তী ২ দিন যাতে মহানগরীতে কুরবানি পশুর চামড়া প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে চেকপোস্ট বসানোর জন্য জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে যথাক্রমে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ও ডিআইজি, চট্টগ্রাম রেঞ্জকে অনুরোধ করা হয়। বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করে চামড়া ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকি ও বাহিরের অতিরিক্ত চামড়া নগরীতে প্রবেশ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রামকে অনুরোধ করা হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যাতে পর্যাপ্ত লবণ মজুদ রাখা হয় এবং খুচরা চামড়া ব্যবসায়ীদের লবণ দিয়ে চামড়া সংরক্ষণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক প্রশিক্ষণ দিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রামকে তাঁর আওতাধীন জেলা ও উপজেলাসমূহে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রেরণের অনুরোধ করা হয়।সভায় বক্তব্য রাখেন চসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব মো. আশরাফুল আমিন, বৃহত্তর চট্টগ্রাম কাচা চামড়া আতড়দার ব্যবসায়ী সমবায় সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন, সহ সভাপতি সম্রাট মোহাম্মদ শাহজাহান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইউনুছ, উপদেষ্টা মোরশেদুল আলম সহ চামড়া ব্যবসায়ী প্রতিনিধি ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা।

সিটি মেয়রের বিবৃতি

সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের নির্দেশে জুলাই অভ্যুত্থানের স্মৃতিবিজড়িত কোন গ্রাফিতি মোছা হয়নি

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন নগরীর কোথাও জুলাই গণ অভ্যুত্থানের স্মৃতিবিজড়িত গ্রাফিতি মুছে ফেলার কোনো নির্দেশনা দেননি। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন মহলে জুলাই আন্দোলনের গ্রাফিতি অপসারণ নিয়ে যে আলোচনা চলছে সে প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যমকে প্রেরিত এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানান মেয়র। এ বিষয়ে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন জানিয়েছেন, চট্টগ্রামকে ক্লিন, গ্রীন, হেলদি সিটি হিসেবে রূপান্তরের লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি বরাবরই নগরীর সৌন্দর্যবর্ধন, সংস্কৃতি ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডকে উৎসাহ দিয়ে আসছেন। কোনো শিল্পকর্ম, শিক্ষামূলক বা সামাজিক সচেতনতামূলক গ্রাফিতি অপসারণের জন্য সিটি মেয়রের পক্ষ থেকে আলাদা কোনো নির্দেশ প্রদান করা হয়নি। বিশেষ করে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের গ্রাফিতির মতো স্মৃতিবিজড়িত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো মোটেও নয়। এছাড়া, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কোন বিভাগ বা শাখা গ্রাফিতি মোছার কার্যক্রম গ্রহণ করেনি। তাই এ নিয়ে বিভ্রান্তি না ছড়ানোর জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে বিবৃতিতে।

*সমাজের কল্যাণে বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে: মেয়র শাহাদাত

“সমাজের কল্যাণে বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে” — মরহুম আলহাজ্ব মমতাজুল হক সাহেবের ৩৫তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন। রবিবার দুপুরে নগরীর প্রিন্স গার্ডেন কনভেনশন সেন্টারে খতমে কুরআন, দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করে আলহাজ্ব সফিয়া-মতাজুল হক-বাশার ট্রাস্ট ও বাশার গ্রুপ।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র শাহাদাত হোসেন বলেন, মরহুম মমতাজুল হক সমাজসেবায় যে আদর্শ রেখে গেছেন তা অনুসরণ করে আমাদের সবাইকে নগরবাসীর কল্যাণে কাজ করতে হবে। তিনি নগরীর পরিচ্ছন্নতা, জলাবদ্ধতা নিরসন ও মানবিক চট্টগ্রাম গড়তে বিত্তবান ও সমাজের সচেতন মহলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক, বাশার গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আবুল বশর আবু। বিশেষ আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক কাউন্সিলর হাসান মুরাদ, লায়ন আলহাজ্ব রফিক আহমদ, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি বাসসের ব্যুরো চীফ শাহ নওয়াজ, ড. মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম চৌধুর, আলহাজ্ব এস.এম. মোরশেদ হোসেনসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।আলোচনা সভা শেষে মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। মা ও শিশুর সুরক্ষায় দক্ষ মিডওয়াইফ গড়ে তুলতে হবে : মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, মা ও নবজাতকের নিরাপদ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে দক্ষ, মানবিক ও পেশাদার মিডওয়াইফ গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। একজন গর্ভবতী মা হাসপাতালে বা ক্লিনিকে গেলে প্রথম যে স্বাস্থ্যকর্মীর মুখোমুখি হন, তিনি হচ্ছেন একজন মিডওয়াইফ। তাই তাদের দক্ষতা, আচরণ ও দায়িত্ববোধের ওপরই অনেকাংশে নির্ভর করে মা ও শিশুর নিরাপত্তা।

রবিবার থিয়েটার ইন্সটিটিউটে আয়োজিত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউটের নবীন বরণ, ক্যাপ সিরোমনি ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান-২০২৬ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।মেয়র বলেন, “তোমরা যখন ক্যাপ গ্রহণ করছো, তখন একটি রোগীকে সুস্থ করে তোলার দায়িত্বও তোমাদের কাঁধে এসে পড়ছে। মনেরাখতে হবে, একজন গর্ভবতী মা যখন হাসপাতালে আসে, তখন প্রথম সেবা ও সাহস পায় মিডওয়াইফের কাছ থেকেই। উন্নত দেশগুলোতে মিডওয়াইফরা গর্ভকালীন সেবা, ব্লাড প্রেসার, পালস রেট, হার্ট রেট পর্যবেক্ষণসহ অধিকাংশ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পরিচালনা করেন। চিকিৎসকরা পরে এসে রোগ নির্ণয় ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেন। এজন্য মা ও শিশুর সুরক্ষায় দক্ষ মিডওয়াইফ তৈরি করতে হবে।”তিনি আরও বলেন, বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে দক্ষ মিডওয়াইফ ও নার্সদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। লন্ডন ও টরন্টো সফরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে মেয়র বলেন, “আমি বিদেশে গিয়ে দেখেছি মিডওয়াইফ ও কেয়ারগিভারদের কত বড় চাহিদা। সেখানে উচ্চ বেতনে কাজের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আমাদের অনেকেই শুধু ইংরেজিতে দক্ষ না হওয়ায় সেই সুযোগ নিতে পারছে না।”শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, “তোমরা যারা মিডওয়াইফারি পেশায় আসছো, তারা অবশ্যই স্পোকেন ইংলিশ শেখার ওপর গুরুত্ব দেবে। যদি ইংরেজিতে সাবলীল হতে পারো, তাহলে বিদেশে তোমাদের জন্য অবারিত কর্মসংস্থানের সুযোগ অপেক্ষা করছে।”অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ মো. ইমাম হোসেন রানা, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হোসনে আরা বেগম, মেমন হাসপাতালের ইনচার্জ ডা. সৈয়দ দিদারুল মনির, থিয়েটার ইন্সটিটিউটের পরিচালক অভীক ওসমান, চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজের প্রিন্সিপাল গৌরি দাশ, সাবেক সহকারী পুলিশ কমিশনার মাহফুজুর রহমান এবং সিটি কর্পোরেশন মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ লক্ষ্মী দত্ত রায়।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮